যায়যায়দিন

তারিখ 26 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ঢাবির শ্রেণীকক্ষ সঙ্কট!

এর সমাধান দ্রুত করতে হবে

শিক্ষা একটি জাতির উন্নয়নের প্রধান শক্তি এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি ছাড়া আর কোনোভাবে একটি জাতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। আর এ শিক্ষাকে বেগবান তথা আরো উন্নয়ন করতেই একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। ১৯২১ সালের ১ জুলাই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ও পৃথিবীতে নিজেস্ব ভাষা সংস্কৃতিসহ একটি উন্নত জাতি তৈরির স্বার্থেই গড়ে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যাকে ঘিরে রচিত হয়েছিল অনেক স্বপ্নের বীজ। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামেও যাকে অভিহিত করা হয়। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে এ বিশ্ববিদ্যালয় জন্মলগ্ন থেকেই তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে এসেছে এবং বিভিন্ন উন্নয়নের পাশাপাশি এর শিক্ষা পরিবেশ, উদ্ভাবনী শক্তিসহ সুনাম পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। এটা নিঃসন্দেহে সত্য, এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একটি গর্ব করার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু কালের পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে বিভিন্নভাবেই এ বিশ্ববিদ্যালয় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যা সব দেশের জন্যই একটি চিন্তার কারণ। এ বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সবচেয়ে বড় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটাতেই যদি বড় রকমের সমস্যা তৈরি হয় তবে এর প্রভাব পড়বে সব দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর। সম্প্রতি জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণী সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছে। শ্রেণীকক্ষের অভাবে ক্লাস হচ্ছে না। লাইনে দাঁড়িয়ে কক্ষ দখল, এসব নিয়ে মারামারির মতো ঘটনাও ঘটছে। এমন কি নিরুপায় হয়ে বারান্দার ফ্লোরে বসেও ক্লাস করছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের ছাত্ররা! এমন পরিস্থিতিও তৈরি হচ্ছে শ্রেণী সঙ্কটের কারণে ক্লাস বাতিল করতে হচ্ছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির ওপরে একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, যার দিকে তাকিয়ে থাকে একটি দেশের সহস্র মানুষ, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি এ অবস্থা তৈরি হয় তবে এটা শুধু বেদনারই নয়, তা একই সঙ্গে লজ্জারও। কিছুদিন আগেও একটি প্রতিবেদন মোতাবেক জানা গিয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। বিশ্বজুড়ে যে বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্ভাবনের চল শুরু হয়েছে তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না উচ্চশিক্ষার এ প্রতিষ্ঠানটি। ফলে গবেষণার কেন্দ্রটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পিছিয়ে পড়েছে। একটা সময়ের এ বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বাঙালি জাতির ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল পাশাপাশি প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ইতিহাসে গবেষণার ক্ষেত্রেও সাফল্যও কম ছিল না। কিন্তু বর্তমানের এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি জাতির জন্যই একটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো নেতিবাচক প্রভাব সারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর পড়বে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা তো দূরের কথা শ্রেণীকক্ষের অভাবেই যদি ক্লাস না করতে পারে তবে একদিকে যেমন দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্ষতি হবে অন্যদিকে বহির্বিশ্বে ছাত্রছাত্রীরা এতে পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং এর দীর্ঘদিনের যে সুনাম আছে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

তাই সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে অনুন্নয়ন ও শিথিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে যে কোনো মূল্যেই উত্তরণ জরুরি। এর জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেহেতু দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান তাই এসব বিষয়কে নিয়ে, সরকারের যথাযথ দৃষ্টি দিতে হবে। সর্বোপরি যে কোনো মূল্যেই হোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের সমাধান করতে হবে। আমরা সরকারের কাছে এর দ্রুত সমাধান চাই। আর তা করতেই হবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার স্বার্থে। যাতে এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্লাসের কোনো ক্ষতি না হয়।

> যে কোনো মূল্যেই হোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের সমাধান করতে হবে। আমরা সরকারের কাছে এর দ্রুত সমাধান চাই।